Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আরবি ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তৌফিকা আনাম চৌধুরী

রোলঃ 216022188

২৭ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আরবি ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তৌফিকা আনাম চৌধুরী

রোলঃ 216022188

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "আরবি ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে তৌফিকা আনাম চৌধুরী, আইডিঃ 216022188 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ আরবি ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তৌফিকা আনাম চৌধুরী

আইডিঃ 216022188

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২৭ মে, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

আরবি ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব....5

ভুমিকা....5

ভাষার উৎপত্তি ও আরবি ভাষার আগমন....6

আল্লাহ কতৃক মনোনীত ভাষা আরবি....8

কেন আরবি ভাষা শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ....9

ইসলামের সাথে আরবি ভাষার সম্পর্ক....11

বৈশিষ্ট্যমন্ডিত আরবি ভাষা....13

মুসলিম জীবনে আরবি ভাষার গুরুত্ব....14

কোরআন ও সুন্নাহ বোঝার প্রধান মাধ্যম....16

কুরআন ও হাদিস মুখস্তের ক্ষেত্রে আরবি ভাষার জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা....17

আরবি ভাষার জ্ঞান ভুল ধারণা এড়িয়ে চলার পথে সহায়ক....18

আরব সাহিত্য ও সংস্কৃতি বোঝার ক্ষেত্রে আরবি ভাষার ভূমিকা....20

উম্মতে মোহাম্মদীর মোজেজা আল্-কুরআন তা উপলব্ধিতে আরবি ভাষার আবশ্যকতা....21

বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিতে আরবি ভাষার গুরুত্ব....22

বাণিজ্যিক এবং অর্থনৈতিক গুরুত্ব....22

কূটনৈতিক গুরুত্ব....23

উপসংহার....24

আরবি ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব

ভুমিকা

আমার কর্তার চাকুরীর সুবাদে আরব দেশ কাতারে আমাদের আগমণ। এই দেশে আমার সবথেকে যে বিষয়টি ভালো লাগলো, সেটি ছিল রমাদান মাস। এখানে রমাদান মাস মানে এক অন্যরকম শান্তি, পুরো মাসটি যেন ঈদের আনন্দ বয়ে যায়। বিশেষ করে তারাবির সালাতে সবাই একসাথে মসজিদে গিয়ে আদায় করা। তবে আমার এই ভালো লাগার মধ্যেও একটা শূন্যতা অনুভব শুরু হলো, আরবি দেশ হওয়ার কারণে মসজিদে অধিকাংশ মহিলারা আরবি বুঝে কাজেই হুজুর যখন তেলাওয়াত করতেন তখন আযাবের আয়াতগুলো পাঠ করার সময় অধিকাংশ মহিলারা ফুপিয়ে কেঁদে উঠত, আমি না বুঝেই হয়তো তাদের সাথে কেঁদেছি আবার মোনাজাতের সময়ও তারা বুঝে সেভাবেই হয়তো মন থেকে অভিব্যক্তি প্রকাশ করত কিন্তু আমি যখন কিছুই বুঝতে পারছিলাম না তখন এই মনে করেই কাঁদলাম আল্লাহ আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না কাজেই আমার অনুভূতি হতো সেভাবে কাজ করছে না। ঠিক এই শূন্যতা অনুভব থেকে আমি উপলব্ধি করতে পারি আমাদের জীবনে ইসলাম বুঝতে হলে আরবি ভাষা শিক্ষাটা কতটা জরুরী।

যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন তিনি আমাদের কাছে তার বার্তা পাঠিয়েছেন যে ভাষা দিয়ে সেটা আয়ত্ত করতে না পারলে কিভাবে আমরা সেই মোতাবেক জীবন পরিচালনা করব? হয়তো অনেকে বলবেন অনুবাদ করে বুঝবো কিন্তু যখন কোন লেখা কেউ অনুবাদ করে তখন লেখক এর আসল লেখার অনুবাদ কিন্তু হুবহু 100% অনুবাদ করা সম্ভব হয় না। এবং এখানে অনুবাদকের চিন্তারও সংমিশ্রণ ঘটে। চিন্তা করেন বাংলা একটি পত্র আপনি লিখলেন অন্য কেউ যদি তা ইংরেজিতে অনুবাদ করে তাহলে কি সে তা পুরোপুরি ফুটিয়ে তুলতে পারবে? কখনোই না।

আর মহান রব যা বলেছেন তা অন্য যেকোন মানুষের পক্ষে কি করে সম্ভব যে, সে অন্য কোন ভাষায় তা পুরোপুরি প্রকাশ করতে পারবে? কাজেই রবের ভাষাটা নিজে জেনে সেই কথাগুলো আমাদের অন্তরে যেভাবে প্রভাব বিস্তার করবে অনুবাদ পড়ে তা কখনোই সম্ভব নয়।

এই গুরুত্ব বোঝার জন্য একটি ঘটনার অবতারণা করি-

ছেলে কুরআনে নিজের আয়াতটি পাঠ করছিল-

وَقَضٰی رَبُّکَ اَلَّا تَعۡبُدُوۡۤا اِلَّاۤ اِیَّاہُ وَبِالۡوَالِدَیۡنِ اِحۡسَانًا ؕ اِمَّا یَبۡلُغَنَّ عِنۡدَکَ الۡکِبَرَ اَحَدُہُمَاۤ اَوۡ کِلٰہُمَا فَلَا تَقُلۡ لَّہُمَاۤ اُفٍّ وَّلَا تَنۡہَرۡہُمَا وَقُلۡ لَّہُمَا قَوۡلًا کَرِیۡمًا

—বনী-ইসরাঈল - ২৩

ঠিক তখনই তার মা এসে ডাকল ছেলে আয়াত শেষ করেই মাকে উচ্চ স্বরে বলে উঠলো- উফ! আমি কুরআন পড়ছি তুমি দেখছো না? কেন ডাকছো?
অথচ সে যদি বুঝে বুঝে পড়তো যে সেই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন -

"তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো, পিতা-মাতার কোনও একজন কিংবা উভয়ে যদি তোমার কাছে বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে উফ্ পর্যন্ত বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না; বরং তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বলো।"
অর্থাৎ তার সৃষ্টিকর্তা তাকে নির্দেশনা দিচ্ছেন সেটা যদি তার কাছে পরিষ্কার হতো এবং তার অন্তরে প্রবেশ করত সে কিন্তু কখনোই পিতা মাতার সাথে এতোটুকু বেয়াদবি করতে পারত না।
এ কারণে আমার মনে হয় প্রতিটা মানুষের সত্তিকারের মুসলিম হয়ে উঠতে চাইলে তাদেরকে অবশ্য অবশ্যই আরবি ভাষা শিক্ষা করা প্রয়োজন আর এর গুরুত্ব অপরিসীম

ভাষার উৎপত্তি ও আরবি ভাষার আগমন

ভাষা একে অপরের সাথে চিন্তা ভাবনা ও ধারণার যোগাযোগের মাধ্যম। লিখিত, অলিখিত ও ইশারা এই তিন ভাবেই মানুষ ভাষার প্রকাশ করতে পারে। অলিখিত ইশারা দ্বারা মানুষ সামনাসামনি তার চিন্তা ভাবনা ধারণাগুলো আদান-প্রদান করে থাকে আর লিখিত ভাষার মাধ্যমে এক যুগের মানুষের চিন্তা-ভাবনা ও ধারণাগুলো পরবর্তী প্রজন্মের কাছে স্থানান্তরিত করতে পারে।
ভাষা অবশ্যই আমাদের চিন্তা প্রক্রিয়ার অংশ নয় বরং এর ফলাফল। এই বিষয়টি যুক্তিসঙ্গত অভিজ্ঞতা উভয় বিষয় দারাই প্রমাণ করা সম্ভব। এটা আমরা বুঝতে পারি যখন আমরা দেখি বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে একই চিন্তাভাবনা একইভাবে বিরাজ করে কিন্তু তা প্রকাশ করার সময় বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশ করে। ভিন্ন ভাষা তাদের আদর্শিক চিন্তার মধ্যে কোন পার্থক্য ঘটায় না।

ভাষা এর উদ্ভব হয় বিবর্তন হয় উন্নতি হয় দুর্বলতা দেখা দেয় আবার কখনো ভাষার বিলুপ্তি ও ঘটে।

ভাষার উৎপত্তি মূলত কথ্য রূপে শুরু হয় পরবর্তীতে তা লিখিত রূপে আসে। কোন প্রতিষ্ঠিত ভাষার পন্ডিতগণ সাধারণত তখনই ভাষার নিয়ম নীতি তথা ব্যাকরণ রচনা করেন যখন তারা ভাষায় বিকৃতি আশঙ্কা করেন।

অন্য সকল ভাষার মতোই আরবি পৃথিবীর একটি প্রচলিত অন্যতম প্রাচীন ও সমৃদ্ধ ভাষা। এটি সেমেটিক ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত, যা প্রাচীন কালের মধ্যপ্রাচ্যের ভাষাগুলির মধ্যে একটি প্রধান ভাষা। আরবি ভাষার উৎপত্তি আরব উপদ্বীপে ৪র্থ শতাব্দীতে, প্রাচীন আরবদের মধ্যে প্রথমে কথ্য ভাষা হিসেবে প্রচলন ঘটে এবং পরে এটি লিখিত ভাষায় রূপান্তরিত হয়। প্রাচীন আরবি লিপির প্রমাণ মিলে নানা শিলালিপি অন্যান্য লিখিত নথিতে। তবে কোন কোন পণ্ডিতের মতে এই ভাষার উৎপত্তি আরো আগে বলে তারা মনে করেন।

প্রাক ইসলামিক যূগে আরবি ভাষা সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতির গুরুত্ব ছিলো অপরিসীম। এই সময় সাহিত্যিক কাজগুলোর মধ্যে মোয়াল্লাকাত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মুয়াল্লাকাত হলো সাতটি বিখ্যাত কাব্য যা আরবি সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত হয় ।এই সময় আরবরা তাদের সংস্কৃতি বীরত্ব জীবনধারাকে কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ করতেন। ইসলামের প্রবর্তন এবং কুরআন অবতারণার মাধ্যমে ষষ্ঠ সপ্তম শতাব্দীতে এই ভাষার বিকাশ ঘটে কুরআনের ভাষায় হিসেবে আরবি বিশেষ মর্যাদা পায় এবং এর জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে।

পৃথিবীর প্রায় 280 মিলিয়ন মানুষের জন্য এটি তাদের প্রধান ভাষা। মধ্যপ্রাচ্য উত্তর আফ্রিকার প্রায় ২২ টি দেশে রাষ্ট্রভাষা এটি।

আল্লাহ কতৃক মনোনীত ভাষা আরবি

"এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। এতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।" ---(৩০:২২)
অর্থাৎ সূরা রোমের এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা আমাদের জানিয়েছেন, সমস্ত দুনিয়ার বিভিন্ন ভাষা এবং বিভিন্ন জাতি আল্লাহ একটি নিদর্শন। অর্থাৎ সমস্ত ভাষা আল্লাহ তায়ালারই সৃষ্ট।

আবার আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি নবী ও রাসূলকে তাদের মাতৃভাষায় তাদের আসমানী কিতাব গুলো নাযিল করেছিলেন, আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাতৃভাষা ছিল আরবি এবং উনি আরব অঞ্চলের অধিবাসী হওয়ায় আল্লাহ তায়ালা কুরআন কে আরবি ভাষাতেই নাজিল করেছিলেন। এছাড়া তিনি কুরআনে বহুবার আরবি ভাষার বিভিন্ন গুণাবলী বর্ণনা করেছেন এভাবে-

" قُرۡاٰنًا عَرَبِیًّا غَیۡرَ ذِیۡ عِوَجٍ لَّعَلَّہُمۡ یَتَّقُوۡنَ "

আরবী ভাষায় এই কুরআন বক্রতামুক্ত, যাতে মানুষ সাবধানতা অবলম্বন করে।
—আয্-যুমার - ২৮

وَکَذٰلِکَ اَنۡزَلۡنٰہُ قُرۡاٰنًا عَرَبِیًّا وَّصَرَّفۡنَا فِیۡہِ مِنَ الۡوَعِیۡدِ لَعَلَّہُمۡ یَتَّقُوۡنَ اَوۡ یُحۡدِثُ لَہُمۡ ذِکۡرًا

এইরূপেই আমি কুরআনকে অবতীর্ণ করেছি আরবী ভাষায় এবং এতে বিশদভাবে বিবৃত করেছি সতর্কবাণী যাতে এরা ভয় করে বা এটা হয় এদের জন্যে উপদেশ।

—ত্বা-হা - ১১৩

بِلِسَانٍ عَرَبِیٍّ مُّبِیۡنٍ ؕ

অবতীর্ণ করা হয়েছে স্সপুষ্ট আরবী ভাষায়।

—আশ শুআরা' - ১৯৫

وَکَذٰلِکَ اَنۡزَلۡنٰہُ حُکۡمًا عَرَبِیًّا ؕ وَلَئِنِ اتَّبَعۡتَ اَہۡوَآءَہُمۡ بَعۡدَمَا جَآءَکَ مِنَ الۡعِلۡمِ ۙ مَا لَکَ مِنَ اللّٰہِ مِنۡ وَّلِیٍّ وَّلَا وَاقٍ

আর এভাবেই আমি একে (অর্থাৎ কুরআনকে) আরবী ভাষায় এক নির্দেশপত্র রূপে নাযিল করেছি। (হে নবী!) তোমার নিকট যে জ্ঞান এসেছে, তারপরও যদি তুমি তাদের খেয়াল-

খুশীর অনুসরণ কর, তবে আল্লাহর বিপরীতে তোমার কোনও সাহায্যকারী ও রক্ষক থাকবে না।

—আর রা'দ - ৩৭

উপরের সমস্ত আয়াতের বক্তব্য থেকে আমরা জানতে পারি আরবি ভাষা সুস্পষ্ট, বক্রতা মুক্ত এবং মানুষ সহজে উপলব্ধি করতে পারে এবং বুঝতে পারে।আরবি ভাষাকে সকল ভাষার জননী বলা হয়। আল-কুরআন, আল-হাদিস, ফিক্‌হশাস্ত্র শিক্ষাগ্রহণ ও জীবনে তার সঠিক বাস্তবায়নের জন্য প্রত্যেক মুসলিমের আরবি ভাষা জানা অপরিহার্য। আল্লাহর নির্বাচিত ভাষা, কুরআনের ভাষা, ইবাদতের ভাষা, ইসলামি শিক্ষার ভাষা আরবি ভাষা । আরে এ কারণে আল্লাহ তাআলা আরবি ভাষাকে ইসলামের ধর্মীয় ভাষা হিসেবে বেছে নিয়েছেন। এভাবে কুরআন হাদিস এবং সকল ইসলামী শিক্ষা আরবি ভাষায় দেয়া হয়। অতীত বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে ব্যবহৃত বিশ্বের সমস্ত ভাষা থেকে একটি বেছে নেয়া হয়েছিল- আরবি ভাষা শেখার কারণ হিসেবে এই সত্যটি যথেষ্ট।

কেন আরবি ভাষা শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ

كِتٰبٌ اَنۡزَلۡنٰهُ اِلَیۡکَ مُبٰرَکٌ لِّیَدَّبَّرُوۡۤا اٰیٰتِهٖ وَلِیَتَذَکَّرَ اُولُوا الۡاَلۡبَابِ

(হে রাসূল!) এটি এক বরকতময় কিতাব, যা আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতগুলো নিয়ে গবেষণা করে এবং যাতে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ উপদেশ গ্রহণ করে।

—ছ্ব---দ - ২৯

اَفَلَا یَتَدَبَّرُوۡنَ الۡقُرۡاٰنَ ؕ وَلَوۡ کَانَ مِنۡ عِنۡدِ غَیۡرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوۡا فِیۡهِ اخۡتِلَافًا کَثِیۡرًا

মুফতী তাকী উসমানী

তারা কি কুরআন সম্বন্ধে চিন্তা করে না? এটা যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও পক্ষ হতে হত তবে এর মধ্য বহু অসঙ্গতি পেত।

—আন নিসা - ৮২

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُہَا

মুফতী তাকী উসমানী
তারা কি কুরআন সম্পর্কে চিন্তা করে না, নাকি অন্তরে লেগে আছে তার (সংশ্লিষ্ট) তালা?
—মুহাম্মাদ - ২৪
উপরের তিনটে আয়াতে ই আমরা বুঝতে পারছি আল্লাহতালা কুরআন নিয়ে গবেষণা বিষয় কতটা গুরুত্বআরোপ করেছেন, আর কুরআন গবেষণা করতে চাইলে অবশ্য অবশ্যই এর ভাষার জ্ঞান সব থেকে আগে শেখাটা জরুরী তার কারণ হিসেবে বলতে পারি আমি যখন উপরক্ত তিনটি আয়াতের অনুবাদ খুজছিলাম তিন জায়গায় তিন রকমের অনুবাদ পেয়েছি এখানে يتدبرون শব্দটির অর্থ কেউ করেছেন গবেষণা আবার কেউ লিখেছেন চিন্তাভাবনা, বাংলা ভাষায় আমরা জানি গবেষণা আর চিন্তাভাবনা অবশ্যই এক কথা না, কাজেই আরবি ভাষা না জেনে আমরা এরকম অনুবাদ থেকে অর্থ জানতে গেলেই বিভ্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকবে। এবং অনুবাদ থেকে গবেষণা করাও অসম্ভব।
ভাষা অর্থ প্রকাশ ও বোঝার একটি বাহন। আমরা যে শব্দগুলো ব্যবহার করি তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি আমরা কিভাবে চিন্তা করি ও কি ভাবি - তা প্রকাশ করে। কুরআনে এমন অনেক শব্দ আছে যেগুলোর অর্থ না হারিয়ে অন্য ভাষায় অনুবাদ করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ-
تقوم তাকওয়া শব্দটি কুরআন ও দ্বীনের একটি কেন্দ্রীয় ধারণা। আরবিতে তাকওয়া শব্দের অর্থ হচ্ছে ভয় করা, হেফাজত করা, সতর্ক করা আবার ধার্মিক, সদাচারী,ন্যায়পরায়ণ ও সৎ হওয়ার এবং শ্রদ্ধাশীল হওয়া। তাকওয়ার একটি সংগা হতে পারে যে, একজন ব্যক্তি আল্লাহর সম্পর্কে এতটাই সচেতন যে তার আদেশ সমূহের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সতর্ক থাকে এবং আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে এমন কাজ থেকে নিজেকে রক্ষা করে ও তাঁর শাস্তিকে ভয় করে। নবীজি সাঃ কে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল- শ্রেষ্ঠ মানুষ কারা? তিনি বলেছিলেন-
"اكرمهم اتقاهم"
অর্থাৎ আল্লাহর কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ তারাই যারা সবচেয়ে বেশি ধার্মিক।
(সহীহ বুখারী)

এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এরকম শব্দ অথবা এরকম অন্যান্য অনেক শব্দগুলোকে সঠিকভাবে বোঝার জন্যে এবং যে ধারণাগুলো আমাদের দ্বীনকে বুঝতে সাহায্য করে, তা উপলব্ধি করার জন্য আরবি ভাষার জ্ঞান প্রয়োজন।

একটি ভাষা সম্পর্কে আমাদের যত বেশি জ্ঞান থাকবে আমরা সেটা নিয়ে তত বেশি চিন্তা ভাবনা করতে পারব। আমরা যখন আরবি শিখি তখন আমরা কুরআন ও হাদিসের ভাষা শিখছি এবং এর ফলে আমরা কুরআন ও হাদিসের কথাগুলো ভালোভাবে বুঝতে পারব এবং এগুলো নিয়ে গবেষণা করতে সক্ষম হব। সর্বপরি কুরআনের আয়াত নিয়ে যত বেশি গবেষণা করতে পারব আমাদের চিন্তাভাবনা তত বেশি বিস্তৃত হবে এবং আমাদের বুদ্ধি শক্তিশালী হবে।

আরবি জ্ঞান আমাদের কোরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে আমাদের উপলক্ষে গভীর করতে সাহায্য করে যা আমাদের বুদ্ধি ও দ্বীনের বুঝকে শক্তিশালী করে এবং সেই সাথে আমাদের আমলের স্পৃহাকে ও অনেক বেশি কার্যকরী করবে ইন শা আল্লাহ্।।

ইসলামের সাথে আরবি ভাষার সম্পর্ক

আরবি ভাষার সাথে ইসলামের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় ও অবিচ্ছিন্ন। পবিত্র কুরআন মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল হয়েছে আরবি ভাষায়।

শায়খ তাকি ওসমানী (রহ:) বলেন -" ঈমান ও আহকাম বোঝার বিষয়টি ইসলামের দুটি ভিন্ন বিষয়। ইসলামে ঈমান প্রতির্ষ্ঠিত হয় বুদ্ধিবৃত্তি ও আকলি দলিল দ্বারা। যাতে করে কোন সন্দেহের অবকাশ না থাকে। কিন্তু আহকাম বোঝার বিষয়টি শুধুমাত্র বুদ্ধিবৃত্তির উপর নির্ভর করে না বরং আরবি ভাষা জানার উপর হুকুম বের করে আনার যোগ্যতা দুর্বল হাদিস হতে সহি হাদিস পৃথক করার উপরেও নির্ভর করে।"

-------(মাহাকিম তাকি উদ্দিন আন নাবহানি পৃষ্ঠা-৪৭)

যেহেতু ইসলামী শরিয়া জীবনের সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হয় এবং যেহেতু কুরআন ও সুন্নাহ ইসলামী সভ্যতার ভিত্তি সেহেতু ইসলাম নিয়ে যেকোন বিষয় গভীর অধ্যয়নের ক্ষেত্রে আরবি ভাষার জ্ঞান থাকা আবশ্যক। ইসলামী সভ্য তাকে শক্তিশালী করে টিকিয়ে রাখার জন্য প্রাচীন আরবি

ভাষা ও এর কাঠামোকে বোঝার জন্য অধ্যয়ন করা আবশ্যক এবং এই ভাষাকে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করাও আবশ্যক।

আমাদের সালাত তথা পূর্ববর্তী গন এই বিষয় সম্পর্কে অনেক ভালোভাবে বুঝতেন বিশেষ করে খোলাফায়ে রাশেদীন আমলেও এই বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে।

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আব্বু মুসা আসারি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে চিঠিতে লিখেছিলেন

" সুন্নাহ জ্ঞান অর্জন ও আরবির জ্ঞান অর্জন করো এবং কুরআন আরবীতে অধ্যয়ন করো কারণ এটা আরবি।"

--------(ইকতি দাউস, সিরাতুল মুস্তাকিম ইবনে তাইমিয়া পৃষ্ঠা-২০৭)

উবাই বিন কাব বলেছেন

" আরবি ভাষা শেখো ঠিক যেভাবে তোমরা কুরআন হিফস করা শিখ।"

----------(মুসান্নাফ ইবনে আবু শাইবা)

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন তার রাজধানী স্থানান্তরিত করেন তখন সেখানে তিনি নতুন এক ধরনের আরবির চর্চা দেখতে পান। এতে তিনি বেশ চিন্তিত হন এবং তিনি তৎকালীন আরবি পন্ডিত আবুল আসওয়াদ আদ দুয়ালির সাথে বৈঠক করেন এবং তাকে আরবি ভাষার মৌলিক নীতিসমূহ বিশ্লেষণ করেন।

ইবনে কাসির আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া গ্রন্থে লিখেছেন-

" আবুল আসওয়াদ হচ্ছেন তিনি যাকে নাহুরজ্ঞানে সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে এবং বলা হয় যারা এ বিষয়ে কথা বলেছেন তাদের মধ্যে তিনি প্রথম ধিক্কার একজন তিনি তা আমিরুল মোমেনীন আলি ইবনে আবু তালেব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে গ্রহণ করেছেন। "

----------(আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া ইবনে কাসির অষ্টম খন্ড ৩৪৩ পৃষ্ঠা)

ইমাম শাফি আরবি ভাষার জ্ঞান থাকাকে ফরজে আইন মনে করতেন এবং তিনি তার আরো ছাত্রদের আরবি ভাষা ভালোভাবে রপ্ত করার তাগিদ দিতেন। তিনি তার ছাত্রদের বলতেন "নিশ্চয়ই আমি জ্ঞান অন্বেষণকারীদের ব্যাপারে এই ভয় পাই যে, যারা আরবি ভাষার নাহু সঠিকভাবে জানবে না এবং এভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সেই হাদিসের মধ্যে প্রবেশ করবে -" যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যারোপ করল সে যেন আগুনের ভেতর তার আসন খুঁজে নেয়"।" ইমাম ইবনে তাইমিয়া ইমাম শাফিয়ারির মত অনেকটা একই মত পোষণ করতেন। তার মতে "যেহেতু একজন মুসলিমের ক্ষেত্রে কুরআন সুন্নাহ বোঝাটা আবশ্যক সেহেতু অত্যাবশ্যকীয় কিছু পালন করার জন্য যা প্রয়োজন তা অত্যাবশ্যক এই অনুযায়ী আরবি ভাষা শেখাও আবশ্যক তিনি

আরো বলতেন আরবি ভাষা ইসলাম ও এর অনুসারীদের প্রতীক এবং যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি দ্বারা জাতিসমূহ নিজেদের পৃথক করে ভাষা তাদের মধ্যে অন্যতম।"
-------(ইকতি দাউস সিরাতুল মুস্তাকিম, ইবনে তাইমিয়া পৃষ্ঠা ২০৩)।
(এস এম নাজিম উর রশিদ এর অনলাইন কলাম থেকে সংকলিত)

বৈশিষ্ট্যমন্ডিত আরবি ভাষা

আরবি ভাষা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা। সব ভাষাবিদদের দৃষ্টিতে এ ভাষা হচ্ছে চিরযৌবনা ভাষা। এর কোনো শৈশব বা বার্ধক্য নেই। এ ভাষায় কোরআনে কারিমের অবতরণ একে আরও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। পৃথিবীতে প্রায় ২৪ মিলিয়নেরও বেশি মানুষ আরবি ভাষায় কথা বলে। আরবের সবগুলো দেশসহ আফ্রিকার কয়েকটি দেশের জাতীয় ও মাতৃভাষা হচ্ছে আরবি ভাষা। জাতিসংঘের দাপ্তরিক ছয়টি ভাষার মধ্যে অন্যতম চতুর্থ ভাষা হচ্ছে আরবি।

এক কথায়, আরবি আজ শুধু আরব জাতি ও মুসলিম জাতির ভাষা নয়; এ ভাষা আজ বিশ্বের অন্যতম প্রধান ভাষায় পরিণত হয়েছে। আরবি ভাষার অনন্য বৈশিষ্ট হচ্ছে, তা সৃজনশীল। রয়েছে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারার সক্ষমতা। সভ্যতার যোগাযোগে এর ভূমিকা অনন্য। এ ভাষার রয়েছে শব্দ-বাক্যের বিশালতা; যা অনিঃশেষ বিবরণ দিতে থাকে, কিন্তু ফুরায় না।

শব্দের প্রাচুর্য এ ভাষা অতি সমৃদ্ধ ও সুন্দর। বর্ণনা ও প্রকাশভঙ্গি অতি সূক্ষ্ম প্রতিটি অর্থ প্রকাশার্থে ভিন্ন শব্দ পাওয়া যায় উদাহরণস্বরূপ দিনে প্রতিটি অংশের জন্য আলাদা শব্দ রয়েছে তেমনি চন্দ্র মাসের প্রতিটি রাতের জন্য মাথার চুলের এবং চোখের প্রতিটি অংশের জন্য, দাঁতের জন্য, দেখার, চলার, বসার সময়, প্রতিটি ভঙ্গির জন্য ভিন্ন ভিন্ন শব্দ রয়েছে। এই ভাষায়, একটি মাত্র ক্রিয়া অনেক অর্থ প্রকাশ করা সম্ভব। এই ভাষায় অল্প কথায় বা বাক্যে অনেক অর্থ প্রকাশ করা যায়। শব্দ বা উচ্চারণের দিক দিয়ে অল্প কিন্তু ব্যাপক অর্থবোধক তাই সর্বমর্মী বচন বলা হয়। পবিত্র কুরআন হাদিস ও আরবি সাহিত্যে সর্বময়ী বচনের অনেক দৃষ্টান্ত মেলে। সমার্থক বিপর্যয় শব্দের আধিক্য সমাবেশ এই ভাষায়

পরিলক্ষিত হয়। একটি শব্দের বহু অর্থ হয় এমন সব শব্দ আরবিতে অধিক হারে পাওয়া যায়। এমন শত শত শব্দ আছে যাদের তিন চার অথবা পাঁচটি অর্থ আছে।
প্রবাদ বাক্যের জন্য আরবি বিখ্যাত, তাদের অভিজ্ঞতার ফলে সব প্রবাদ বাক্য সৃষ্টি হয়েছে, এগুলোকে হিকমাতুল আরব অর্থাৎ আরবদের প্রজ্ঞা নামে অভিহিত করা হয় আরবে ভালো কবিদের অনেক কবিতা প্রবাদ বাক্য হিসেবে সবার মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে যেত। এভাবেই আরবি ভাষা তার নিজ মহিমায় মহিমান্বিত।

মুসলিম জীবনে আরবি ভাষার গুরুত্ব

ভাষা আল্লাহ তায়ালার অনন্য দান, শ্রেষ্ঠ নেয়ামত। ভাষার মাধ্যমে মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশ করে। এই ভাষা মানুষের চিন্তা চর্চার বাহন, মানব পরিচয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে আকাশমণ্ডলি ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। এতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।’ (সুরা রুম : ২১-২২)।

ভাষা শুধু মনের ভাব প্রকাশক আর চিন্তার বাহনই নয়, বরং একটি জাতির প্রতীক; জাতির অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ। ভাষার পরিচয়ের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে একটি জাতির জাতিসত্তা।

"مسلم" মুসলিম শব্দের অর্থ আত্মসমর্পণ করা। একজন মানুষ যখন নিজেকে তার রবের নিকট সম্পূর্ণ রূপে সমর্পিত করতে পারে তখনই সে মুসলিম হিসেবে পরিগণিত হবে। আমাদের রবের নিকট নিজেকে সমর্পিত করতে চাইলে তার সম্পর্কে জানতে হবে এবং তিনি দিয়েছেন সেভাবেই নিজেকে পরিচালিত করতে হবে। আল্লাহ তাআলা যে নির্দেশনা দিয়েছেন তা হল কুরআন এবং নবীজির সুন্নত। তিনি কুরআনের বহু জায়গায় উল্লেখ করেছেন "আমার আনুগত্য কর ও নবীর অনুসরণ কর।"
প্রতিদিনের পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, রোজা, হজ এবং অন্যান্য ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান আরবি ভাষায় সম্পাদিত হয়। নামাজের সময় আরবি ভাষায় সূরা পাঠ করা হয় এবং অন্যান্য

দোয়া ও প্রার্থনাও আরবি ভাষায় উচ্চারণ করা হয়। হজ এবং উমরাহ পালনের সময় আরবি ভাষায় নির্দিষ্ট দোয়া এবং প্রার্থনা উচ্চারণ করতে হয়।
এখন নামাজে আমরা কি বলছি এবং দোয়া প্রার্থনা করার সময়, আমরা কি চাইছি, তাই যদি না বুঝতে পারি, তাহলে আমাদের প্রার্থনার গভীরতা কিভাবে বৃদ্ধি পাবে?
কোরআনের ভাষা আরবি এবং আমাদের নবীজি সাঃ সহ তার সমস্ত সাহাবাদের ভাষ্য ছিল আরবি। তাই কুরআন ও নবীজির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনী জানতে চাইলে আমাদের অবশ্যই আরবি ভাষার জ্ঞান থাকতে হবে।
বর্তমান সময়ে আমরা যেটা দেখি আমাদের চারপাশে অধিকাংশ মানুষই আমরা শুনে মুসলমান। আর এ কারণে অনেক ভুল ভ্রান্তি বেদাত আমাদের মাঝে ছেয়ে গিয়েছে। কিন্তু প্রতিটি মানুষ যদি শুনে মুসলমান না হয়ে, জেনে মুসলমান হওয়ার চেষ্টায় নিজের জীবনের কিছু সময় ব্যয় করতো, তাহলেও আমাদের সামাজিক দৃশ্যপট অনেকটাই পাল্টে যেত।
আল্লাহ তায়ালা কুরআনুল কারীমে সব প্রথম যে শব্দটি ও বাক্য নাযিল করেছেন তা হল.

"اكره"

"اكره باسم ربك الذي خلق"

অর্থ "পড়ো "
"পড়ো তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন"
অর্থাৎ ইসলামে জ্ঞান আরোহন ও জ্ঞান অন্বেষণের বিষয়ে কতটা গুরুত্ব বহন করে তা আমরা এখান থেকে অনুধাবন করতে পারি। আমাদের সেই জ্ঞান না থাকার কারণে আমরা মুসলিম হওয়ার জন্য মূল চালিকাশক্তি কুরআন ও হাদিসের ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব টাই অনুধাবন করতে পারি না।
আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীমে আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন-

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَ لَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿۱۰۲﴾يايها الذين ৩:১০২
امنوا
اتقوا الله حق تقتهٖ و لا تموتن الا و انتم مسلمون ١٠٢

হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যথাযথ ভয়। আর তোমরা মুসলমান হওয়া ছাড়া মারা যেও না।
(সূরা ইমরান ১০২)
অর্থাৎ আল্লাহ আমাদের মুসলিম হয়ে মৃত্যুবরণ করার নির্দেশনা দিচ্ছেন। এখন মুসলিম বলতে আমরা কি বুঝি, আমরা সাধারণ মুসলিমরা মনে করি নামাজ পড়া রোজা রাখা হজ

করা যাকাত দেয়া এ কাজগুলো করলেই আমরা মুসলমান হয়ে গেলাম, আসলেই কি তাই? কুরআন এবং হাদিসের আলোকে এই বিষয়গুলি বিস্তারিত পর্যালোচনা করলেই আমরা বুঝতে এবং জানতে পারবো একজন প্রকৃত মুসলিম হতে হলে কি কি গুণাবলী থাকা অবশ্যক এবং কি কি কাজ পরিহার করা আবশ্যক। আর সেই কুরআন এবং হাদিস জানতে হলে তার ভাষা জানাটা সবচেয়ে আগে জরুরী। আমাদের জীবন একটাই মৃত্যু একবারই আসবে আল্লাহ বারবার কুরআনে আমাদের জানিয়েছেন এই দুনিয়ার জীবন খেলতামাশা ছাড়া কিছুই না আখিরাতের জীবনে চিরস্থায়ী। তাই সেই চিরস্থায়ী জীবনকে সৌন্দর্যমন্ডিত করতে প্রকৃত মুসলিম হয়ে মৃত্যুবরণ করতে পারাটাই সফলতা। আর প্রকৃত মুসলিম তখনই হতে পারব যখন আমি কুরআন এবং সুন্নাহর প্রকৃত জ্ঞান ধারণ করতে পারবো আর এই জ্ঞান অন্বেষণের জন্য সর্বপ্রথম ও সর্ব প্রধান শর্তই হল আরবি ভাষা জ্ঞান অর্জন করা। তাই আমার মনে হয় আরবি ভাষা শিক্ষাকে প্রতিটি মুসলমানের নিজের জীবনের জন্য অপরিহার্য করে নেয়া উচিত। আরবি ভাষা মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের প্রতীক। বিভিন্ন দেশের মুসলমানরা আরবি ভাষার মাধ্যমে একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে এবং ধর্মীয় বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করে। মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত থাকলেও, আরবি ভাষা তাদের সকলের জন্য একটি সাধারণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

কোরআন ও সুন্নাহ বোঝার প্রধান মাধ্যম

কোরআন ও সুন্নাহ বোঝার চাবি হিসেবে আরবি ভাষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। নিগূঢ় রহস্য উদঘাটন ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাব উপলব্ধিতে আরবি অদ্বিতীয় মাধ্যম। এ জন্য যুগে যুগে আলেমরা আরবি শেখার প্রতি উৎসাহ দিয়ে এসেছেন। দ্বিতীয় খলিফা ওমর (রা.) বলেন, ‘তোমরা আরবি ভাষা শেখো। তা তোমাদের দ্বিনের অংশ।’ (মাসবুকুজ জাহাব ফি ফাজলিল আরব ওয়া শারফুল ইলমি আলা শারফিন নাসবি : ১/৯)

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) বলেন, ‘আল্লাহ তাআলা আরবি ভাষায় কোরআন অবতরণ করেছেন। আর প্রিয় নবী (সা.)-কে আরবি ভাষায় কোরআন ও সুন্নাহ প্রচারের নির্দেশ দিয়েছেন। দ্বিনের প্রথম অনুসারীরা ছিল আরবিভাষী। তাই দ্বিনের গভীর জ্ঞানার্জনের জন্য এই ভাষা আয়ত্তের কোনো বিকল্প নেই। অতএব, আরবি চর্চা করা দ্বিনেরই অংশ ও দ্বিনের প্রতি শ্রদ্ধার প্রতীক।’ (মাজমুউল ফাতাওয়া, ৮/৩৪৩)

আরবি ভাষায় ইমাম শাফেয়ি (রহ.)-এর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি বলেন, ‘আমাকে ফিকহের কোনো মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে আমি নাহুর নিয়ম দিয়ে এর উত্তর দিতাম।’ (শাজারাতুজ জাহাব, ইবনে ইমাদ আল হানবালি, ২৩১)

শাফেয়ি (রহ.) আরো বলেন, ‘আরবি ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জনের পেছনে আমার প্রধান লক্ষ্য ছিল ফিকাহ চর্চায় বিশেষ মনোযোগী হওয়া।’ (সিয়ারু আলামিন নুবালা, জাহাবি, ১৭৫) তিনি আরো বলেন, ‘নাহু বা আরবি ব্যাকরণে গভীর পাণ্ডিত্য লাভ করলে তার জন্য সব ইলম অর্জন সহজ হয়ে যাবে।’

কুরআন ও হাদিস মুখস্তের ক্ষেত্রে আরবি ভাষার জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা

আরবি ভাষার জ্ঞান থাকলে কুরআন ও হাদিস মুখস্ত করা অনেক সহজ হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ আমরা সূরা কদরের তিনটি আয়াত লক্ষ্য করি-

اِنَّاۤ اَنۡزَلۡنٰهُ فِیۡ لَیۡلَۃِ الۡقَدۡرِ ۚ﴿۱﴾ وَ مَاۤ اَدۡرٰىکَ مَا لَیۡلَۃُ الۡقَدۡرِ ؕ﴿۲﴾ لَیۡلَۃُ الۡقَدۡرِ ۬ۙ خَیۡرٌ مِّنۡ اَلۡفِ شَهۡرٍ

প্রথম আয়াতে আমরা দেখছি লাইলাতিল কাদরি, পরের আয়াতগুলোতে লাইলাতুল কদর। যারা আরবি জানে না তারা মনে রাখে এভাবে যে প্রথমে লাইলাতিল ও পরের দুটি লায়লাতুল। এমনই ভাবে কুরআনে আপনি দেখবেন কখনো মোমিনিন কখনো মমিনুন সাধারণভাবে এভাবে মুখস্ত রাখা অনেক কষ্টসাধ্য কিন্তু আরবি ভাষার জ্ঞান থাকলে বাক্যের গঠনে আপনাকে বলে দেবে কখন কোথায় কি হবে। এবং সেক্ষেত্রে মনে রাখা অনেক সহজতর হবে।

আবার আরবি ভাষার জ্ঞান থাকলে কুরআন ও হাদিসের উপস্থাপন সহজ ও প্রাণবন্ত হবে। যখন ভাষার প্রয়োগ সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারব তখন তার প্রকাশও প্রাণবন্ত হবে। আরবি ভাষার জ্ঞান না থাকলে পুরো বাক্যের অর্থ মুখস্ত করতে হবে, সেক্ষেত্রে একদিকে

যেমন দ্বিগুণ সময় ও শ্রম প্রয়োজন তেমনি ভাবে আয়াত বা হাদিসের শব্দ শব্দে বিচরণ করাও সম্ভব হয় না। সবচেয়ে বড় কথা কুরআন এর অনুবাদ কখনোই আল্লাহ কালাম নয়। একটা ভাষার অনুবাদ কখনোই অনুবাদকৃত ভাষাকে পুরোপুরি ধারণ করতে পারে না কাজে কখনোই অনুবাদ দ্বারা কুরআনের আসল স্বাদ সৌন্দর্য উপলব্ধি করা সম্ভব না অর্থাৎ অসম্ভব। সবকিছুর বিবেচনায় মহান আল্লাহর কালামকে পুরোপুরিভাবে অনুভব করতে চাইলে ও হাদিসের সঠিক জ্ঞান ধারণ করতে চাইলে আরবি ভাষা শিক্ষার কোন বিকল্প নেই।

আরবি ভাষার জ্ঞান ভুল ধারণা এড়িয়ে চলার পথে সহায়ক

দুনিয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা দুটি পথ রেখেছেন, একটি হলো হেদায়েতের ও অপরটি গোমরাহীর। সূরা কাসাসে আল্লাহ্ পাক বলেন -

اِنَّکَ لَا تَہۡدِیۡ مَنۡ اَحۡبَبۡتَ وَ لٰکِنَّ اللّٰہَ یَہۡدِیۡ مَنۡ یَّشَآءُ ۚ وَ ہُوَ اَعۡلَمُ بِالۡمُہۡتَدِیۡنَ

(হে রাসূল!) সত্যি কথা হল, তুমি নিজে যাকে ইচ্ছা করবে তাকে হেদায়াতপ্রাপ্ত করতে পারবে না; বরং আল্লাহ যাকে চান হেদায়াতপ্রাপ্ত করেন। কারা হেদায়াত কবুল করবে তা তিনিই ভালো জানেন।

—আল ক্বাসাস - ৫৬

এখানে আমরা বুঝতে পারছি হেদায়েত হলো আল্লাহ্ তায়ালা র একটি বড় নিয়ামত এবং এই নেয়ামত দানের মালিক শুধুমাত্র আল্লাহ্, অন্য কেউ নন। তাই এই হেদায়েতের পথে থেকে জান্নাতে প্রবেশ করতে চাইলে সব সময় মহান রবের কাছে দোয়া করতে হবে, কারণ ইবলিশ যেনো ধোঁকা দিয়ে আমাদের এই পথ থেকে সরাতে না পারে। কারণ হেদায়েত এমন এক বিষয় যা একটু অসতর্ক হলেই ছুটে যেতে পারে।

ইবলিশ সবসময় কাটা দিয়ে কাটা তোলার মত করেই কাজ করে, যেমন কেউ যদি হেদায়েতের আশায় আল্লাহর সঠিক পথ তালাশ করতে থাকে, তাকে কুরআনের আয়াত দিয়ে ভুল ভাবে ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে গোমরাহীতে ফেলতে সর্বাত্মক চেষ্ঠা করবে। এক্ষেত্রে কেউ যদি আলেম হয়েও আরবি ভাষা জ্ঞান পরিষ্কার না থাকে তাহলে তার গোমরাহীতে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে কিন্তু যাদের আরবি ভাষা জ্ঞ্যান গভীর, তাদের ক্ষেত্রে বিষয়টা এত সহজ হয় না, এক্ষেত্রে প্রশ্ন আসে, আল্লাহ্ যাকে চান তাকেই তো আল্লাহ্ হেদায়েত দেন, ভাষা জ্ঞান কি উপকারে আসবে? সেখানে আমরা বলতেই পারি আল্লাহ্ কুরআনে ইরশাদ

করেন - আপনি বলুন, যারা জানে এবং জানে না, তারা কি সমান হতে পারে?- সূরা জুমার - ৯

এই আয়াতের মাঝে আমরা অনুধাবন করতে পারি যে, আল্লাহর কাছে জ্ঞানী এবং অজ্ঞ ব্যক্তির মর্যাদা সমান নয়।

আবার জ্ঞানীদের প্রশংসায় আল্লাহ বলেছেন- "আর আমি ওই দৃষ্টান্তগুলো মানুষের উপদেশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে বর্ণনা করে থাকে বস্তুত ওই সব দৃষ্টান্ত শুধু জ্ঞানই ব্যক্তিরাই বোঝে।"

----- সূরা আনকাবুত - ৪৩।

অর্থাৎ কুরআনে আল্লাহ্ যেমন বলেছেন আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তাকেই হেদায়েত দান করেন আবার একই ভাবে তিনি কোন কোন বিষয়গুলো সঠিক পথ প্রাপ্তির সহায়ক সেই বিষয়েও দিক নির্দেশনা দিয়েছেন, কাজেই আমরা সেই দিক নির্দেশনা মেনে সবসময় তার কাছে হেদায়েতের পথে থাকার জন্যে দোয়া করতে থাকলে সঠিক পথ প্রাপ্ত হব ইন শা আল্লাহ্।

বর্তমান সময়ে অনেকেই কোরআনের আয়াতগুলোকে ভুল ভাবে ব্যাখ্যা করে আবার হাদিস সমূহ নিয়ে বিভ্রান্তি মূলক বক্তব্য প্রদান করে যাচ্ছে, যাদের আরবি ভাষা জ্ঞান প্রখর তারা খুব সহজেই এই ভুল ধারণা বা ভুল ব্যাখ্যা গুলি বিশ্লেষণ করতে সক্ষম। তাই এই সমস্যা দূর করতে হলে কুরআনের আয়াতগুলি ও হাদিস সম্পর্কে সঠিকভাবে নিজে জানতে আরবি ভাষার জ্ঞান শিক্ষা করা অতীব ও জরুরি।

আরব সাহিত্য ও সংস্কৃতি বোঝার ক্ষেত্রে আরবি ভাষার ভূমিকা

আল্লাহ তাআলা বলেন -

"তার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আকাশ মণ্ডলী পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র এতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে"

-----(সূরা রোম -২১:২২)

অর্থাৎ বিভিন্ন ভাষা আল্লাহ তায়ালা শ্রেষ্ঠ দান ও নিয়ামত। ভাষার মাধ্যমে মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশ করে এই ভাষা মানুষের চিন্তা চর্চার বাহন। মানব পরিচয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মুসলিমদের পালন করার সাংস্কৃতিক অনুশীলন এবং ঐতিহ্যের একটি বিস্তৃত ও বৈচিত্রময় সংস্করণই হলো ইসলামী সংস্কৃতি। ইসলামী সংস্কৃতি একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তি হিসেবে কাজ করেছে, যা বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর মানুষকে একত্রিত করেছে। ইসলামের সাধারণ মূল্যবোধ এবং বিশ্বাসগুলোর বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করেছে এবং তাদেরকে একটি সাধারণ পরিচয় এর ভিত্তিতে একত্রিত করতে সহায়তা করেছে। ইসলামী সংস্কৃতি প্রাচীন মধ্যপ্রাচ্য আরবদের দ্বারা বিকশিত হয়েছিল। ইসলামের বিস্তারের সাথে সাথে এটি অন্যান্য সংস্কৃতি ঐতিহ্যকে প্রভাবিত করেছে।

আবার যেহেতু আল কুরআনের ভাষা আরবি তা নাযিল হয়েছে আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপরে, তার মাতৃভাষা আরবি এবং তার সমস্ত সাহাবী যারা তার অনুসরণ করেছেন তাদের ভাষাও ছিল আরবি। কাজেই ইসলামের মূল সাহিত্য এবং সংস্কৃতি আরবি ভাষায় রচিত হয়েছে, পরবর্তীতে প্রথম পর্যায়ে সাহাবাদের জীবনী সমস্ত হাদিস সবকিছুই আরবি ভাষাতেই সংরক্ষিত হয়েছে। মুমিন মুসলমানের সাংস্কৃতিক জীবনের ভিত্তি হলো ইসলামিক সংস্কৃতি। আর যেহেতু ইসলামিক সাহিত্য, সংস্কৃতি আরবি ভাষার উপর ভিত্তি করেই রচিত সে ক্ষেত্রে মুসলিম জাতি গঠন এবং ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি লক্ষ্যে আমাদের অবশ্যই আরবি ভাষা শিক্ষা অতীব জরুরী, তার কারণ তার মাধ্যমেই আমরা নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবাদের জীবনী অধ্যায়নের মাধ্যমে তার জীবন যাপন পদ্ধতি ও সংস্কৃতি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা লাভ করতে পারব এবং জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করা সহজ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

উম্মতে মোহাম্মদীর মোজেজা আল্-কুরআন তা উপলব্ধিতে আরবি ভাষার আবশ্যকতা

যুগে যুগে বহু নবী ও রাসূল আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। আর প্রত্যেক নবীর সামাজিক অবস্থান এবং প্রেক্ষাপট অনুযায়ী তার মোজেজা হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়- ফেরাউনের সম্প্রদায়ের মধ্যে যাদু বিদ্যা ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে তখন মুসা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন যাদু নিয়ে আসেন যা দেখে সমস্ত যাদুকরেরা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে। তেমনি ভাবে ঈসা আঃ এর যুগে ডাক্তারি বিদ্যা ব্যাপক উন্নতি লাভ করেছিল, তখন তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন মোজেজা নিয়ে আসলেন যা দেখে সে যুগে ডাক্তারগন দিশেহারা হয়ে গেল।

এদিকে আরবরা যখন ফাহাসাত ও বালাগাত তথা বিশুদ্ধ আরবি ভাষায় বাকপটুতা ও উচ্চাঙ্গের সাহিত্যিক মান নিয়ে ভাষণ বক্তৃতা দেয়ার পারদর্শিতা অর্জন করেছিল ঠিক তখন আল্লাহ তাআলা আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য এমন সাহিত্যিক মান সম্পন্ন কুরআনুল কারীম দান করলেন যার ভাষাগতমান, তাদের কথাবার্তা ও ভাষণ বক্তৃতায় ব্যবহৃত বাক্যসমূহের থেকে বহু ঊর্ধ্বে এবং যার সম্মুখ অথবা পশ্চাৎ হতে বাতিল প্রবেশ করতে পারে না আর এই আল-কুরআন হলো সর্বযুগের চিরন্তন মোজেজা।

পুরো কুরআনে বিভিন্ন ধরনের হাজার হাজার বিস্ময় ছড়িয়ে আছে এবং সেই বিষয়গুলির মধ্যে ভাষাগত বিস্ময় গুলি উপলব্ধি করতে চাইলে অবশ্যই অবশ্যই কোরআনের ভাষা জানতে হবে তা না হলে তা উপলব্ধি করা অসম্ভব যেমন একটি উদাহরণ দেই-

" ربك فكبر"

এই আয়াতে অর্থ যদি আমরা করি তাহলে দাঁড়াবে "তোমরা তোমার রবের মহত্ত্ব ঘোষণা কর।" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাংলায় এর শতভাগ অর্থ প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আবার বাক্যটি যদি আমরা শুরু থেকে পড়ি তাহলে তা হয় "রব্বুকা ফাকাব্বির" আবার যদি শেষ থেকে পড়ি তাহলেও তা হয় "রব্বুকা ফাকাব্বির"। এই ধরনের বাক্যগুলোকে বলা হয় প্যালিনড্রম, এখন আমরা যখন এই আয়াতকে অন্য যেকোনো ভাষায় অনুবাদ করতে যাব সেটা এভাবে প্যালিনড্রম আকারে অনুবাদ করা প্রায় অসম্ভব। কাজেই এই অনুবাদ পড়ে কিভাবে আমরা কুরআনের অলৌকিকত্ব বুঝতে পারবো? কোরআনের অনেকগুলো অলৌকিকত্ব এর মধ্যে একটি হলো তার ভাষা, যা চোখ দিয়ে দেখা যায় না , অন্তর দিয়ে অনুভব করতে হয়।

আল্লাহ তাআলা এত বড় একটা সম্মান আমাদের দিয়েছেন, তার মোজেজা আমাদের সবার হাতের নাগালে দিয়ে দিয়েছেন কিন্তু আমরা আমাদের অজ্ঞতার কারণে সেই সৌভাগ্য থেকে নিজেদের কতটা দূরে সরিয়ে রেখেছি? সত্যি বড়ই দুর্ভাগ্য আমাদের।
আল্লাহ তাআলা প্রতিটি মানুষকে আরবি ভাষায় জ্ঞান অর্জন করে তার দানকৃত মোজেজা বোঝার ও মানার তৌফিক দান করুন

বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিতে আরবি ভাষার গুরুত্ব

আগেই বলেছি আরবি ভাষা সকল ভাষার জননী। ইসলামিক সোনালী যুগে (৮ম থেকে ১৪শ শতাব্দী পর্যন্ত), মুসলিম পণ্ডিতেরা আরবি ভাষায় বিজ্ঞানে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন। জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত, রসায়ন, চিকিৎসাবিজ্ঞান, এবং দর্শনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আরবি ভাষায় রচিত গ্রন্থগুলি ইউরোপীয় নবজাগরণের সময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।এছাড়া আল্ কুরআনকে রিসার্চ করেই আজকের আধুনিক বিশ্ব, উড়োজাহাজ সামুদ্রিক জাহাজ, কম্পিউটর, চিকিৎসা সফলতা পেয়েছে।এগুলো আল্ কুরআন ও ইসলামী জ্ঞানের বিশ্লেষণমূলক চিন্তা চেতনার ফসল। ইবনে সিনার 'কানুন ফিৎ তিব' এবং আল-খারিজমির 'কিতাব আল-জাবর ওয়াল মুকাবিলা' এর মতন গ্রন্থগুলি আজও প্রাসঙ্গিক।

বাণিজ্যিক এবং অর্থনৈতিক গুরুত্ব

মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি, যেগুলি মূলত আরবি ভাষাভাষী, তারা আজ তেল উৎপাদনে ও বিশ্ব অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তেলের ব্যবসা এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তির কারণে আরবি ভাষার গুরুত্ব ক্রমশ বাড়ছে। এই ভাষায় দক্ষতা অর্জন ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে সাফল্য আনতে পারে। আরবি ভাষা জানার ফলে মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক উন্নয়ন করা সহজ হয়। আমাদের দেশের অনেক শ্রমিক মধ্য প্রাচ্চে কাজ করলেও অধিকাংশ অদক্ষ। তার উপর আরবি ভাষা জ্ঞান না থাকার কারণে অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হয়। অথচ আরবি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করে সেখানে বেশ ভালো বেতনের চাকরির সুযোগ পায়, আরবি না জানার কারণে আমাদের দেশের অনেকেই যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ভালো কাজে যোগদান করতে পারছেন না। অথচ ভারতের ১৫ লক্ষ হিন্দু শিক্ষার্থী মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করছে আরবি ভাষা জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের জন্য তারা জানে

যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম ভাষা, তাই আরবি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করে, তারা আরব দেশ সমূহে ভালো বেতনে চাকরির সুযোগ পায়।
আমাদের দেশের আমরা যদি যুবক সমাজে বিভিন্ন কারিগরি শিক্ষার সাথে আরবি শিক্ষা দান করে দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়তে সক্ষম হই তাহলে তা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি বড় ক্ষেত্র তৈরি করতে পারে।

কূটনৈতিক গুরুত্ব

আরব দেশগুলো বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধশালী ও খনিজ সম্পদের দেশ। উক্ত দেশগুলোতে কর্মসংস্থানের সন্ধান ব্যবসায়িক যোগাযোগ ও কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে আরবি ভাষা শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হল বৈদেশিক রেমিটেন্স। এর ৬৩ শতাংশ আসে আরবি ভাষাভাষী দেশগুলো থেকে।
আরবি ভাষা জাতিসংঘের ছয়টি সরকারি ভাষার একটি, যা এর কূটনৈতিক গুরুত্বকে প্রতিফলিত করে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলন, চুক্তি এবং আলোচনায় আরবি ভাষার ব্যবহারে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির কূটনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এছাড়া, আরবি ভাষার মাধ্যমে বিভিন্ন আরব দেশগুলির মধ্যে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়ন করা সম্ভব হয়। কারণ আরবদেশগুলো আমাদের দেশের ধর্মীয়, সামাজিক ও উন্নয়নমূলক বিভিন্ন খাতে প্রচুর আর্থিক অনুদান দিয়ে থাকে। বন্যা, সিডর, আইলা ও বিভিন্ন দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যার্থে আমরা আরবদেশগুলো থেকেই সবচেয়ে বেশি অনুদান পেয়ে থাকি। অপর দিকে অনেক আরব দেশ আমাদের চেয়ে রাজনীতি, পররাষ্ট্রনীতি ও তথ্যপ্রযুক্তিতে বহু ধাপ এগিয়ে গেছে। দক্ষ আরবিভাষী হয়ে কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদারকরণের মাধ্যমে আমরা তাদের কাছ থেকে সহজে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা, বিভিন্ন পর্যায়ে উন্নয়নের রূপরেখা ও তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক নানা দিকনির্দেশনা গ্রহণ করতে পারি।

উপসংহার

সর্বোপরি আমরা বলতে পারি একজন মুসলিম হিসেবে নিজেকে ইহকাল এবং পরকালের সাফল্যের চূড়ায় নিয়ে যেতে চাইলে অবশ্যই একজন আল্লাহর খাঁটি বান্দা হিসেবে নিজেকে তৈরি করতে হবে যাতে জ্ঞানী-গরিমাই ঈমান ও আমলে আল্লার নিকটবর্তীদের একজন হতে পারি। আর সেই যোগ্যতা অর্জন করতে চাইলে অবশ্যই আল্লাহর কালাম এবং রাসুলের সুন্নত সঠিকভাবে জেনে তা আরও ১০ জনের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে আর সেজন্যেই আমাদের রবের মনোনীত আরবি ভাষা জ্ঞান শিক্ষা করে তার কালাম ও তার রাসূলের হাদিস, সিরাহ্ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা নিতে পারলেই তার নিকটবর্তী হওয়ার আশা প্রার্থনা করতে পারি। তা না হলে আরবি ভাষার জ্ঞান ছাড়া পথভ্রষ্ট হওয়ার অর্থাৎ ভুল পথে পরিচালিত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। কুরআনের ভাষাও কোরআনের আলোকিকত্তের একটি অংশ যা চোখে দেখা যায় না অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে হয় আরবি ভাষা বোঝা ছারা এই আধ্যাত্মিকতা বোঝা সম্ভব নয়। আল্লাহ কুরআনের বেশ কিছু জায়গায় মানবজাতির জন্য চ্যালেঞ্জ করে রেখেছেন যে কেউ এই কোরআনের মত একটি সূরা বা আয়াত রচনা করতে পারবে না। সূরা বাকারায় আল্লাহ বলেন-

وَاِنۡ کُنۡتُمۡ فِیۡ رَیۡبٍ مِّمَّا نَزَّلۡنَا عَلٰی عَبۡدِنَا فَاۡتُوۡا بِسُوۡرَۃٍ مِّنۡ مِّثۡلِہٖ ۪ وَادۡعُوۡا شُہَدَآءَکُمۡ مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰہِ اِنۡ کُنۡتُمۡ صٰدِقِیۡنَ

তোমরা যদি এই (কুরআন) সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহে থাক, যা আমি আমার বান্দা (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি নাযিল করেছি, তবে তোমরা এর মত কোনও একটা সূরা বানিয়ে আন। আর সত্যবাদী হলে তোমরা আল্লাহ ছাড়া নিজেদের সাহায্যকারীদের ডেকে নাও।

—আল বাকারা - ২৩

এভাবেই কুরআনে আল্লাহ তায়ালা অনেকভাবে বিভিন্ন দর্শন দিয়ে রেখেছেন আর যেগুলো উপলব্ধি করতে চাইলে আরবি ভাষা জ্ঞান আবশ্যক।

সর্বোপরি বলতে পারি নিজেকে একজন সফল মুসলিম হিসেবে গড়তে চাইলে আরবি ভাষা জ্ঞানের কোন বিকল্প নাই। সেই সাথে সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, কুটনৈতিক ইত্যাদি যে কোন সেক্টরেই আরবি ভাষার গুরুত্ব বর্তমান সময় প্রেক্ষাপটে অপরিসীম।

তাই আমাদের নিজেদের আরবি ভাষা জ্ঞান অর্জনে এগিয়ে যেতে হবে, সেই সাথে এই শিক্ষা সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে যেসব পদক্ষেপ নেয়ার দরকার, তার উপরে কাজ করে যেতে হবে। আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে এই প্রচেষ্টায় সাফল্য অর্জনের তৌফিক দান করুন এবং কবুল করে নিন। আমীন।।